

222113 - যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবার কিংবা ওয়ু করাকালে কুলির কিছু পানি গিলে ফেলে তার রোয়া ভেঙে যায়

প্রশ্ন

আমি শুচিবায় (OCD) তে আক্রান্ত। রমযান মাসে আমি যখন ওজু করতাম তখন বেশি বেশি থুথু ফেলতাম, এই ভয়ে না জানি গলার ভেতরে পানি চলে যায়। একবার আমি স্নায়ুর উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে ইচ্ছা করে পানি খেয়ে ফেলেছি। এখন আমি এ গুনার কাফ্ফারা বা প্রতিকার কিভাবে করতে পারি?

একবার রমযানে আমি স্বুমিয়ে ছিলাম। আমার মা বাদাম শুকাতেন। সে বাদামগুলো তিনি আমার পাশে রেখেছিলেন। আমি অনুভব করলাম যে, আমার মুখে কিছু একটা আছে; আমি জানি না, সেটা খাদ্যের অবশিষ্টাংশ; নাকি বাদাম। আমি উঠে গিয়ে কুলি করব এই অলসতা থেকে গিলে ফেলেছি। এখন আমার কি করণীয়?

অপর এক রমযানে আমার মুখের ভেতরে কিছু ওয়ুর পানি রয়ে গিয়েছিল। আমি ইচ্ছাকৃতভাবে সে পানি গিলে ফেলেছি।

সর্বশেষ প্রশ্ন হচ্ছে- যে ব্যক্তি উঠে গিয়ে কুলি করার অলসতা থেকে বমি গিলে ফেলেছে তার ব্যাপারে হৃকুম কি?

আমি এখন স্তন্যদায়ী। আমি আল্লাহর কাছে তওবা করেছি। আমি কিভাবে আমার পাপের কাফ্ফারা বা প্রতিকার করতে পারি?

প্রিয় উত্তর

এক:

রোযাদার যখন গড়গড়া কুলি করে তখন মুখ থেকে পানি ফেলে দেয়া আবশ্যিক। কুলি করার পর বারবার থুথু ফেলা শরিয়তসম্মত নয়। এটি একটি বদ অভ্যাস; যা শুচিবায় ও ইবাদতের মধ্যে সন্দেহের কারণ।

দেখুন: 49005 নং প্রশ্নোত্তর।

দুই:

আপনি বলেছেন: “একবার আমি স্নায়ুর উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে ইচ্ছা করে পানি খেয়ে ফেলেছি”।

- আপনি যদি এর দ্বারা বুঝাতে চান যে, আপনার মুখে কুলির যে পানি রয়েছে সেটা বা সেটার কিছু অংশ গিলে ফেলেছেন: তাহলে আপনার রোয়া ভেঙে গেছে। এক্ষেত্রে আপনার উপর ফরয হল- তওবা করা এবং সে দিনের রোয়ার কায়া পালন করা।

- আর আপনি যদি এর দ্বারা বুঝাতে চান যে, কুলি করার পর মুখের পানি বাহিরে ফেলে দিয়ে থুথু গিলে ফেলেছেন: তাহলে আপনার উপর কোন কিছু আবশ্যক নয়। বুজাইরিমি (রহঃ) তার 'হাশিয়াতে' (২/৩৭৮) বলেন: "গড়গড়া কুলি করার পর থুথু ফেলে দেয়া সম্ভব হওয়া সত্ত্বেও গিলে ফেললে কোন অসুবিধা নেই। যেহেতু এর থেকে বেঁচে থাকা কঠিন।" [সমাপ্ত]

অনুরূপভাবে আপনি বলেছেন: "আমার মুখের ভেতরে ওয়ুর কিছু পানি রয়ে গিয়েছিল":

- যদি এই পানিটি কুলির পানি হয় তাহলে আপনার রোয়া ভেঙ্গে গেছে। আপনাকে এর কায়া পালন করতে হবে।
- আর যদি কুলি করার পর ও মুখ থেকে পানি ফেলে দেয়ার পর মুখে যে আর্দ্রতা থাকে সেটা হয়ে থাকে: তাহলে অগ্রগণ্য মতানুযায়ী আপনার উপর কোন কিছু আবশ্যক নয়।

তিনি:

যদি কেউ তার দাঁতের মাঝে আটকে থাকা খাবার ইচ্ছাকৃতভাবে গিলে ফেলে; যা সে বের করে ফেলতে সক্ষম, তাহলে এর দ্বারা তার রোয়া ভেঙ্গে যাবে। আর যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে গিলে ফেলে; যেমন থুথুর সাথে গলার ভেতরে চলে গেল, এটাকে ফিরাতে পারল না; তাহলে তার রোয়া সহিহ। তার উপর কোন কিছু আবশ্যক নয়।

প্রশংকারী বোনের কথা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে মুখে থাকা খাবার গিলে ফেলেছেন এবং উঠে গিয়ে মুখ পরিষ্কার করতে অলসতা করেছেন। যদি সেটা রাতের বেলায় ঘটে থাকে তাহলে তার উপর কোন কিছু আবশ্যক হবে না। আর যদি ফজর হওয়ার পর ঘটে থাকে তাহলে তাকে আল্লাহর কাছে তওবা করার পাশাপাশি সে দিনের রোয়া কায়া পালন করতে হবে।

চার:

যে ব্যক্তির অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি চলে এসেছে; তার উপর কোন কিছু আবশ্যক নয়, তার রোয়া সহিহ। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করেছে তাকে রোয়াটি কায়া পালন করতে হবে।

যে ব্যক্তির অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি আসার পর তিনি বমি গিলে ফেলেছেন; যদি তিনি সেটা অনিচ্ছাকৃতভাবে করে থাকেন তাহলে তার উপর কোন কিছু আবশ্যক হবে না। আর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে গিলে ফেলেন তাহলে তার রোয়া নষ্ট হয়ে গেল এবং তার উপর কায়া পালন করা আবশ্যক। স্থায়ী কমিটির আলেমগণ বলেন: যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে তাহলে তার রোয়া নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি বমি এসে যায় তাহলে তার রোয়া নষ্ট হবে না। অনুরূপভাবে অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি গিলে ফেললেও রোয়া নষ্ট হবে না।

[ফাতাওয়াল লাজনা দায়িমা (১০/২৫৪)]

সারকথা:

আপনার উপর ফরয হচ্ছে-

যে দিনগুলোর রোয়া ইচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট করেছেন সেগুলোর কায়া পালন করা; সেটা মুখে থাকা পানি গিলে ফেলার মাধ্যমে হোক, যে পানি থুথুর পানি নয়; কারণ থুথুর পানি গিলে ফেললে রোয়া ভাঙবে না কিংবা মুখে থাকা খাদ্যের অবশিষ্টাংশ গিলে ফেলার মাধ্যমে হোক কিংবা মুখে চলে আসা বমি গিলে ফেলার মাধ্যমে হোক। আপনি এমন দিনগুলোর সংখ্যা নির্ধারণ করবেন এবং সে দিনগুলোর কায়া রোয়া পালন করবেন। পাশাপাশি স্বেচ্ছায় আপনি যা করেছেন সেটার জন্য আল্লাহ্ তাআলার কাছে তওবা করবেন।

এ রোয়াগুলোর কায়া পালন করা দুধ পান করানোর মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ফরয হবে। কারণ স্তন্যদায়ী নারীর জন্য রোয়া রাখাটা কষ্টকর হলে কিংবা এতে নিজের স্বাস্থ্যহানির আশংকা হলে কিংবা সন্তানের স্বাস্থ্যহানির আশংকা হলে দুধ পান করানোর মেয়াদের মধ্যে কায়া রোয়া পালন করা তার উপর ফরয নয়।

আর আপনি কঠিন শুচিবায়ু দ্বারা আক্রান্ত হওয়া এবং মায়ুরিক চাপে থাকা; আমরা আশা করছি এক্ষেত্রে আপনার কোন দোষ নেই। তবে, ওয়াসওয়াসা বা শুচিবায়ু রোধ করার চেষ্টা করা আবশ্যিকীয় এবং এটার প্রতি ভ্রক্ষেপ না করা। কারণ শুচিবায়ুর চিকিৎসার সবচেয়ে উত্তম উপায় হচ্ছে- এটাকে গুরুত্ব না দেয়া ও এর প্রতি ভ্রক্ষেপ না করা এবং এর চাহিদামাফিক কিছু না করা।

আল্লাহহী সর্বজ্ঞ।